পাহাড়ী জনতার দুঃখে কত নদী কাঁদে

সোনা কান্তি বড়ুয়া

ক্ষতিগ্রস্ত জনতা বা পাহাড়ী মানুষকে রক্ষা করাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দায়িত্ব । পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর জেঃ জিয়া ও জেঃ এরশাদের রাজনৈতিক সুনামীর ঢেউ দিয়ে পাহাড়ী জনগনের অস্তিত্ব শেষ হবার **সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বপ্রথম "শান্তিচুক্তি" স্বাক্ষর করেছিলেন এবং** সম্প্রতি **রাঙামাটিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন**। দূর্ভাগ্যবশত: আগের নানা ঘটনা থেকে খালেদা জিয়ার সময় শুরু হ'ল বনখেকো রাজনীতি। পাহাড়ে মসজিদ নির্মানের নাম দিয়ে পাহাড় কেটে ইসলামিক মৌলবাদীদের জন্য পাহাড়ীদের সম্পদ লুটে নেবার হাজার হাজার শাখা প্রশাখা গড়ে উঠলো। পাহাড় ও নদীর উপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। ধর্মের নামে পাহাড়ী জনতার জান মাল লুঠ হ'ল। দেশের উক্ত বিষাদ সিন্ধুময় ঘটনা পাহাড়ী জনগণমন ও "কর্ণফুলীর কান্না" শীর্ষক ডকুমেন্টারীতে অব্যক্ত বেদনা ছবি হয়ে আছে। দুর্নীতির জন্মদাতা জে: এরশাদ, খালেদা জিয়া, মতিউর রহমান নিযামি সহ জামায়াত নেতাগণ কি ধোয়া তুলসি পাতা? একদিকে যেমন মানুষের রক্তে হোলিখেলা হলো মাটির উপর তেমনি আরেক দিকে মা বোনের ইজ্জত পর্যন্ত অব্যাহতি পেলোনা ভোগ লালসা থেকে। মানুষের দরবারে অত্যাচারিতের দুঃখের দহনে করুণ রোদনভরা ফরিয়াদে বাংলার আকাশ বাতাস কেঁদে কেঁদে গুমরে উঠেছিল কেন? এই অত্যাচারের বিচার বর্তমান সরকার কে করতে হবে। দুর্নীতি দমন মানে "দূর্বলেরে রক্ষা কর, দূর্জনেরে হা'ন।" পার্বত্য চট্টগ্রামে শিশু ও প্রসূতি মাতা রক্ষার জন্যে হাসপাতাল খুবই কম।

যুগে যুগে রাজনৈতিক সংকটে বিশ্বাসঘাতকদের হাতে অত্যাচারিত বিবেকের কান্না শুনে জনগণ মন জেগে ওঠে। লোভ দ্বেষ **মোহের আঁধারে আবদ্ধ 'পলিটিক্যাল ইসলাম'**। **সর্বজনীন ইসলাম সকল দেশের শান্তির ধর্ম**। পলিটিক্যাল **ইসলাম যুদ্ধাপরাধী ও রাজাকারদের ধর্ম।** বার বার অনেকবার রাজনীতির মঞ্চে মন্ত্রীদের মৌলবাদী দোস্তের দল ভদ্রসমাজে জঘন্য আচরন করে ক্রীতদাসের হাসি দেখায় পাশবিক শক্তির জোরে। বাংলাদেশের জন্ম লগন থেকে আমরা ইসলামের অপব্যবহার দেখেছি রাজাকারদের পাশবিক আচরনে। জে: জিয়াউর রহমান এবং জে: এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রদ্রোহী রাজাকারদের মন্ত্রী বানিয়ে পলিটিক্যাল ইসলামের অমাবস্যার আলোয় বে-আইনি রাজনীতিতে খাল কেটে কুমির আনে।

রাজাকারগণ দেশের মুক্তি বাহিনী সহ নর নারী হত্যা করে মসজিদে ঘুমায়। ইসলামের নামে আলাহের আমানত নর নারী সহ শিশু (আশরাফুল মাকলুকাত) হত্যা করেছে দিনের পর দিন। রাজাকারগণ ইসলামের নামে একাত্তরের ২৫শে মার্চের রাত্রিতে পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খানের ৯৪ হাজার সৈন্যবাহিনীকে সাহার্য করেছিল এবং বারশত মাইল দূরের বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনতাকে তিলে তিলে হত্যা করেছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং উক্ত ধর্ম জামাত, আলকায়দা, তালেবান, রাজাকার এবং যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাভিচারী ধর্ম নয়। বাঙ্গালির দুর্ভাগ্যে পায়ের নিচের জমিকে ধর্মান্ধরা লুট করে নিয়েছে অনেক আগে।রবি ঠাকুরের কবিতায় আমরা পড়েছি,

"বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক হে ভগবান।
বাঙালির প্রান, বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন,

এক হোক, এক হোক, এক হোক হে ভগবান।”

রাজনীতির দালালদের বিবেকের দংশণ নেই। বঙ্গবন্ধু পাষাণ কারা ভেঙ্গে আমাদেরকে স্বাধীণতার অমৃত ভান্ড দান করে গেছেন। আমরা কি স্বাধীনতার অমৃতের সাধ ভোগ করতে পেরেছি? প্রশ্ন হলো, শান্তিময় ধর্মকে জামায়াত তরোয়ালের মতো ব্যবহার করে আমাদের স্বাধীনতা সহ জাতির পিতাকে স্বপরিবারে খুন করে বাংলার জনগনমনের ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমূলে ধ্বংস করে রাজনীতির সিংহাসন অধিকার করে দিনের পর দিন জোট সরকার উন্মত্ত তান্ডবলীলায় বাংলাদেশের মানবতার অনিষ্ঠ সাধন করেছিল।

তাই দেশের জন গণ মনের প্রতিবাদী কন্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল:

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল, করবে লোপাট রক্ত জমাট
শিকল পূজোর পাষানদেবী।
ওরে ও তরুন ঈশান,
বাজা তোর প্রলয় বিষান
ধ্বংস নিশান,
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি।

যেমন বাবা বঙ্গবন্ধু, তেমনি মেয়ে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ। দূর্গম গিরী কান্তার মরু, দুস্তর অসম্ভবের পারাবার জয় করে আজ বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ আবার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ধ্বজা উড়িয়ে আমাদের স্বাধীনতার অভ্রভেদী রথের সার্থক সারথী পদে সমাসীন। জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু! ইতিহাসের উদয় লগ্নেই বাংলাদেশ তার অশেষ যাত্রা শুরু করেছিল তার অনন্ত বাঁধা বিপত্তির প্রশ্নের সমাধানের সন্ধানে। প্রতি পদে পদে বর্তমান সরকারকে সজাগ সতর্ক ও সচেতন হয়ে দেশ চালাতে হবে। বিপদ চারিদিকে: “দারিদ্র অসহ! পুত্র হয়ে, জায়া হয়ে, কাঁদে অহরহ। আমার দুয়ার ধরি। কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাঁসি?” অবশেষে সত্য ও জনতার জয়ই হয়েছে ও আরো হবে। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ সর্বকালের ও চিরজয়ী। মুক্তিয়োদ্ধাদের বিজয় কড়ি দিয়ে কেনা যায় না। কড়ি দিয়ে দুর্নীতি কেনা সহজ।

জনতার অদৃষ্ঠের নির্মম পরিহাসে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাষ্ট্রদ্রোহী জামাতের সাথে রাজনীতির জোট বেঁধে ছিল এবং জোট সরকার (বিগত ২০০১ থেকে ২০০৬) রক্ষক হয়ে দেশের ভক্ষক হ'ল কেন? বানরের পিঠা ভাগের মতো্ খালেদা জিয়ার জোটসরকার বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনকে শুধু টাকার জন্য ব্যবহার করেছে। সাবেক জোট সরকারের বিচার কবে? বাঙালির দুর্ভাগ্যের পরিহাসে বিগত পাঁচ বছরের পরে হাওয়া ভবনের রাজপুত্র তারেকের নেতৃত্বে লুটপাট ৪ লক্ষাধিক কোটি টাকা। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীগণ দুর্নীতির সাথে জড়িত এবং এর শেকড় খুব গভীর তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। দুর্নীতিবাজরা মনে করেন যুগে যুগে অর্থ, পেশী, সম্পত্তি, রাষ্ট্র ক্ষমতার জোরে তো এভাবে সত্য পালটায়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উলেখযোগ্য যে ২০০১ সালে নির্বাচণের পর সংখ্যালঘু জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জোট সরকারের মদমত্ত রাজনৈতিক টর্নেডো। রাজাকার ও মৌলবাদীরা বাংলাদেশের রাজনীতির রাষ্ট্রক্ষমতাকে অজগরের মত গিলে ফেলেছিল। তিন বছর আগে নারীমুক্তি আইন উচ্ছেদের বাহানায় দেশের জরুরি অবস্থার মধ্যে মৌলবাদীরা থানা দখল করে এবং পুলিশ বাহিনীকে লাটিপেটা করেছে। দেশের সরকার কি পুলিশের কেহ নেয়? বায়তুল মোকাররমের খতিব একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী পদ মর্যাদার সমান। সামরিক প্রধানগণ পলিটিক্যাল ইসলামের রসের হাঁড়িতে ডুব দিলে

বায়তুল মোকাররম পাকিস্তানের লাল মজসিদ হয়ে ঢাকায় জেগে উঠবে। সাধু সময় থাকতে সাবধান। দেশ সর্বনাশের শেষ প্রান্তে এসে ঠেকেছিল। মৌলবাদীরা দেশকে তিলে তিলে ধ্বংস করে চলেছে। এই কি ইসলাম? বাংলাদেশে ইসলামের অপব্যবহার তো্ এক অপ্রিয় সত্য কথা।

লেখক এস. বড়ুয়া প্রবাসী রাজনৈতিক ভাষ্যকার, বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা, কলামিষ্ট ও মেডিটেশন মাষ্ঠার।